



## 49025 - আল্লাহর রুবুবিয়াতের তাৎপর্য এবং এ বিষয়ে মতবিরোধকারীগণ

### প্রশ্ন

রুবুবিয়াহ বা রব হিসেবে আল্লাহর এককত্ব বলতে কী বুঝায়?

### প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য। তাওহদি রুবুবিয়াহ: অর্থাৎ আল্লাহর যাবতীয় কর্মে তাঁকে এক হিসেবে স্বীকৃতি দিও। যমেন- সৃষ্টি করা, মালকানা (সার্বভৌমত্ব), নয়ন্ত্রণ করা, রযিকি দিও, জীবন দিও, মৃত্যু দিও, বৃষ্টিপাত করা ইত্যাদি। সুতরাং আল্লাহকে সবকিছুর রব, মালিক, সৃষ্টিকর্তা ও রযিকিদাতা হিসেবে স্বীকৃতি না দিলে; জীবন ও মৃত্যুদাতা, উপকার ও ক্ষতিকারী, দুআ কবুলকারী, সবকিছুর নয়ন্ত্রণকারী, সকল কল্যাণের অধিপতি, স্ব-ইচ্ছা বাস্তবায়নে ক্ষমতাবান হিসেবে বিশ্বাস না করলে একত্ববাদে ঈমান পরিপূর্ণ হবে না। এর মধ্যে তাকদীর তথা ভাল-মন্দ আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্ধারিত এ ঈমানও অন্তর্ভুক্ত। এ প্রকারে তাওহদির ক্ষেত্রে মক্কার কাফরেগণ আপত্তি করেনি; যাদের কাছে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পরেতি হয়েছিল। বরং তারা সামষ্টিকি বিচারে তাওহদি রুবুবিয়াতে স্বীকৃতি দিত। আল্লাহ তাআলা বলেন: “আপনি যদি তাদেরকে জিজ্ঞাসা করেন কে নভোমণ্ডল ও ভূ-মণ্ডল সৃষ্টি করেছে? তারা অবশ্যই বলবে, এগুলো সৃষ্টি করেছেন পরাক্রমশালী সর্বজ্ঞ আল্লাহ।”[সূরা যুখরুফ, আয়াত: ০৯] তারা স্বীকার করত যে, আল্লাহই সবকিছুর নয়ন্ত্রণকারী। তাঁর হাতে রয়েছে আসমান ও জমিনের রাজত্ব। এর থেকে জানা গলে যে, আল্লাহর রুবুবিয়াতের এতটুকু স্বীকৃতি ইসলাম গ্রহণের জন্য যথেষ্ট নয়। বরং এ ঈমান অন্য যে ঈমানকে আবশ্যিক করে সে অংশের উপরও ঈমান আনতে হবে। সটো হচ্ছে উলুবিয়াত তথা উপাসনাত আল্লাহর এককত্বের প্রতি ঈমান। এ তাওহদি অর্থাৎ তাওহদি রুবুবিয়াকে বনি আদমের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কটে অস্বীকার করেছে বলে জানা যায় না। এ কথা কটে বলেনি যে, এ মহাবিশ্বের সমমর্যাদার অধিকারী একাধিক স্রষ্টি রয়েছে। তাই রুবুবিয়াকে কটে অস্বীকার করেনি। শুধু অহংকার ও হঠকারতি বশতঃ ফরোউনের পক্ষ থেকে এ ধরনের অস্বীকৃতি প্রকাশ হয়েছে। বরং সে দাবী করছিল সেই রব্ব। আল্লাহ তাআলা তার কথাটা উদ্ধৃত করে বলেন: “এবং বললঃ আমিই তোমাদের সর্বোচ্চ ক্ষমতাবান রব্ব।”[সূরা নাযআত, আয়াত: ২৪] “আমি জানি না যে, আমি ব্যতীত তোমাদের কোন উপাস্য আছে।”[সূরা কাসাস, আয়াত: ৩৮] এটি ছিল তার দাম্ভিকতা। কারণ সে জানত সে রব্ব নয়। যমেনটি আল্লাহ তাআলা বলছেন: “তারা অন্যায় ও ঔদ্ধত্যভরে নদর্শনগুলোকে প্রত্যাখ্যান করল যদিও তাদের অন্তর এগুলোকে সত্য বলে বিশ্বাস করছিল।”[সূরা নামল, আয়াত: ১৪] আল্লাহ তাআলা মূসার বতিরকরে



উদ্ধৃত দিয়ে বলেন: “তুমি জান যে, আসমান ও যমীনরে রব্ব ছাড়া অন্য কউে এসব নদির্শনাবলী নাযলি করনেনি।” [সূরা বনি ইসরাইল, আয়াত: ১০২] তাই স঑ে মনে মনে স্বীকার করত য঑ে, রব্ব হচ্ছনে- আল্লাহ তাআলা। রুবুবয়্যিহাকে শরিকরে মাধ্যমে অস্বীকার করে- মাজুস বা অগ্নি উপাসকরো। তারা বলে, ঑ মহাবশ্বিবে স্রষ্টি দুইজন: অন্ধকার ও আলো। তবে ঑ বশ্বিাস সত্বেও তারা ঑ দুই স্রষ্টিকে সমান মর্যাদা দয়েনি। তারা বলেছে: আলো আঁধাররে চয়ে উত্তম। কারণ আলো কল্যাণরে স্রষ্টি। আর আঁধার অকল্যাণরে স্রষ্টি। য঑ে কল্যাণ সৃষ্টি করে স঑ে অকল্যাণ সৃষ্টিকারীর চয়ে উত্তম। অন্ধকার হচ্ছ- অনস্ততিব, অনুজ্জ্বল। আলো হচ্ছ- অস্ততিবশীল ও উজ্জ্বল। তাই আলোর সত্তা অধিক পরপূর্ণ। মুশরকিদরে রুবুবয়্যিতবে বশ্বিাস করার অর্থ ঑ই নয় য঑ে, তাদরে স঑ে বশ্বিাস পরপূর্ণ ছিল। বরং তারা মটরে উপর রুবুবয়্যিতবে বশ্বিাসী ছিল। যমেনটি ইতপূর্বে উল্লেখিত আয়াতগুলতে আমরা দখেছে। কনিতু তারা ঑মন কছু বিষয়ে লপ্ত হতো যগেলো রুবুবয়্যিতবে বশ্বিাসকে ত্রুটিপূর্ণ করে দয়ে। যমেন- বৃষ্টি বর্ষণকে নক্ষত্ররে সাথে সম্পৃক্ত করা; গণক ও যাদুকররো গায়বে জানে বলে বশ্বিাস করা; ইত্যাদি। কনিতু উলুহয়্যিতরে শরিকরে তুলনায় তাদরে রুবুবয়্যিতরে শরিক ছিল খুবই সীমাবদ্ধ। আমরা আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করছি তিনি যনে মৃত্যু অবধি আমাদেরকে তাঁর দ্বীনরে উপর অবচিল রাখনে। আল্লাহই ভাল জাননে। দখেন: তাইসীরুল আযযিলি হামদি, পৃষ্ঠা-৩৩, আল-কাওলুল মুফদি (১/১৪)।